দশম অধ্যায়

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ বিদ্যুৎ (নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) সুবিধার আওতায় এসেছে। চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ১৫,৩৭৯ মেগাওয়াটে (নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং ক্যাপটিভসহ) । এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৯,০৩৬ মেগাওয়াট (৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত) বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে । এছাড়া ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছিল ৫২,১৯৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩২,৯২৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার। এর মধ্যে ৪৫ শতাংশ সরকারি খাত, ৪৭ শতাংশ বেসরকারিখাত এবং ৮ শতাংশ আমদানি উৎস থেকে পাওয়া গেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সঞ্চালন লাইনের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দেশে মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ১০,৩৭৬.৭০ সার্কিট কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুতের সঞ্চালন ও বিতরণ সিস্টেম লস ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ২১.২৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৭ এ দাঁড়িয়েছে ১১.৪৩ শতাংশে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারের মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ২০২১ ও ২০৩০ সালে বিদ্যুতের চাহিদা বিবেচনায় রেখে তা পূরণের জন্য স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০২১ সালে ২৪,০০০ মেগাওয়াট ও ২০৩০ সালে ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং পিএসএমপি ২০১৬ অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৬০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। অপরদিকে, প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৭১ শতাংশ পূরণ করছে। মোট আবিষ্কৃত ২৬টি গ্যাস ক্ষেত্রে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৪.৩৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য নীট মজুদের পরিমাণ ১২.৭৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১২.২১ লক্ষ মেট্রিক টন। প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানি তেলসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এবং দেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণ (fuel diversification) বিশেষ করে প্রাকৃতিক গ্যাসসহ জ্বালানির দক্ষ ও সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ খাত

বর্তমানে দেশের মোট জনগণের ৮০ শতাংশ বিদ্যুৎ (নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) সুবিধার আওতায় এসেছে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিদ্যুৎ খাতে তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ফলে বর্তমানে বিদ্যুতের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা তিনগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ক্যাপটিভসহ ১৫,৩৭৯ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে ব্যাপক উন্নয়নের পেছনে রয়েছে যুগোপযোগী বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা, বেসরকারি খাতে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে উৎসাহ ও প্রণোদনা প্রদান এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ আমদানির ব্যবস্থা গ্রহণ। বর্তমানে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৪০৭ কিলোওয়াট ঘন্টা যা বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় কম। বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর ফলে বর্তমানে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ৩,৮৯,০০০ কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে এবং গ্রাহক সংখ্যা ২,৪২,০০,০০০ জন হয়েছে। সার্বক্ষণিক মনিটরিং ও মূল্যায়নের ফলে বিদ্যুৎখাতের পারফরমেন্স উল্লেখযোগ্য হারে ত্বরান্বিত হয়েছে। সিস্টেম লস ১১.৪৩ শতাংশে নেমে এসেছে যা ২০০১-০২ সালে ২৭.৯৭ শতাংশ ছিল। আগামী ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল জনসাধারণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন এবং সংস্কার ও পুনর্গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ভিশন ২০২১ অর্জনের লক্ষ্যে সারাদেশে প্রায় ২৪,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০৩০ সালে ৪০,০০০ মেগাওয়াট ও ২০৪১ সালে ৬০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে।

ক. বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা

২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশে সরকারি খাতে ৬,৫১২ মেগাওয়াট এবং বেসরকারি খাতে ৫,২৫৩ মেগাওয়াট ও বিদ্যুৎ আমদানি ৬০০ মেগাওয়াটসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন

ক্ষমতা ছিল ১২,৩৬৫ মেগাওয়াট। ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৯,০৩৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে ২০১৬-১৭ অর্থবছর (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) এ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে সরকারি খাতে ৭,০৫৪ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৫,৫২৫ মেগাওয়াট এবং ভারত হতে ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানিসহ মোট স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৫,৩৭৯ মেগাওয়াট এ দাঁড়িয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) সরকারি-বেসরকারি খাতে জ্বালানির ভিত্তিতে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা নিম্নে লেখচিত্র ১০.১ এর মাধ্যমে দেখানো হলো:

লেখচিত্র ১০.১ স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা

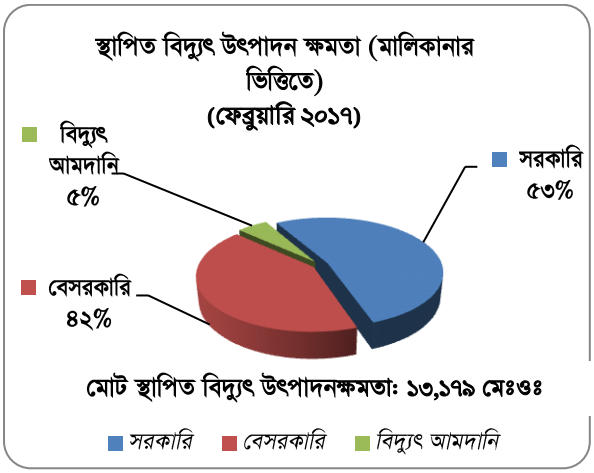

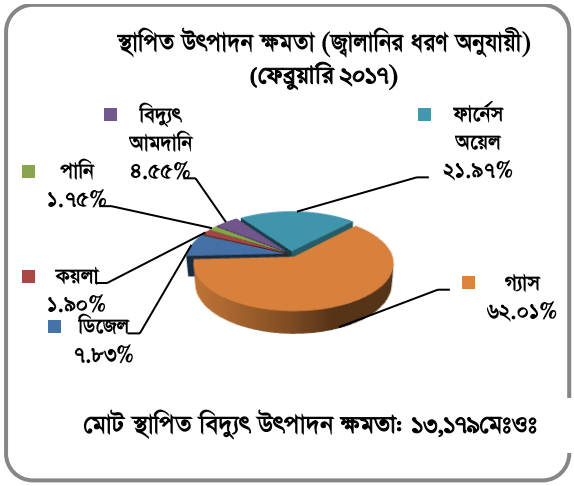

উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি),বিদ্যুৎ বিভাগ।* ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

বিদ্যুৎ উৎপাদন (মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা)

২০১৪-১৫ অর্থবছরে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪৫,৮৩৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার। পরবর্তী সময়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৫২,১৯৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় ১৩.৮৭ শতাংশ বেশি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) সরকারিখাতে ১৪,৯৮০.৩১ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার এবং বেসরকারিখাতে (আইপিপি, এসআইপিপি, রেন্টাল, আরইবির আইপিপি এবং বিদ্যুৎ আমদানিসহ) ১৭,৯৪৫.৩৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন সহ মোট ৩২,৯২৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪৫ শতাংশ সরকারিখাতে এবং ৪৭ শতাংশ বেসরকারিখাতে উৎপাদিত হয়েছে। এছাড়া ৮ শতাংশ বিদ্যুৎ পার্শ্ববর্তী দেশ হতে আমদানি করা হয়েছে। অপরপক্ষে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৬৭.৯৪ শতাংশ গ্যাসভিত্তিক, ১.৯৬ শতাংশ জলবিদ্যুৎ, ১.৮৫ শতাংশ কয়লাভিত্তিক, ৭.৭৩ শতাংশ আমদানিকৃত বিদ্যুৎ এবং ২০.৫২ শতাংশ তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত হয়েছে। আশা করা যায়, পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমান অর্থবছরের শেষে এ উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) সরকারি-বেসরকারি খাতে ও জ্বালানির ভিত্তিতে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন লেখচিত্র ১০.২ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

লেখচিত্র ১০.২ বিদ্যুৎ উৎপাদন

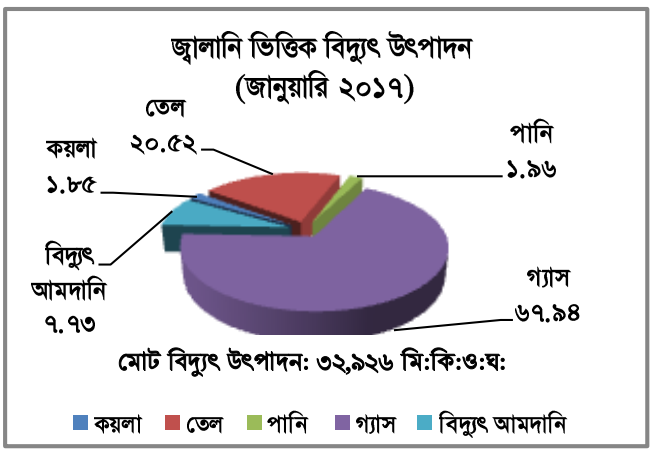

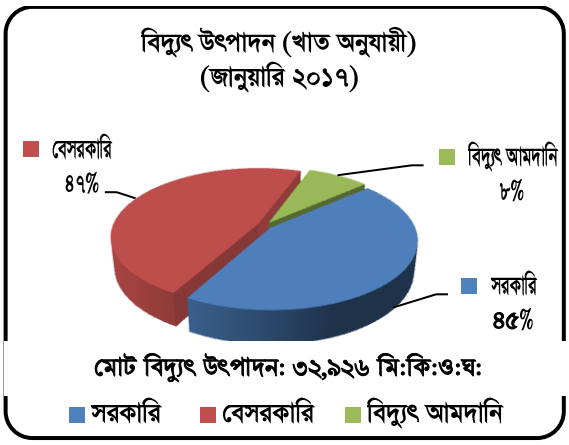

সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন

স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেও অনেক দিনের পুরাতন প্লান্টের ক্ষমতা হ্রাস, বিতরণ ও সঞ্চালন লাইনের সীমাবদ্ধতা এবং গ্যাস সরবরাহে ঘাটতির জন্য গত কয়েক বছরে দেশের প্রকৃত বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়নি। বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০০৫-০৬ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ৩,৭৮২ মেগাওয়াট থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ৯,০৩৬ মেগাওয়াটে(৩০ জুন, ২০১৬পর্যন্ত) উন্নীত হওয়ায় বিদ্যুতের চাহিদা অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। নিম্নে ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ও সর্বোচ্চ উৎপাদন সারণি ১০.১ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.১: স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন

অর্থবছর	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	সর্বোচ্চ উৎপাদন (মেগাওয়াট)
২০০৫-০৬	৫২৪৫	৩৭৮২
২০০৬-০৭	৫২০২	৩৭১৮
২০০৭-০৮	৫২০১	৪১৩০
২০০৮-০৯	৫৭১৯	৪১৬২
২০০৯-১০	৫৮২৩	৪৬০৬
২০১০-১১	৭২৬৪	৪৮৯০
২০১১-১২	৮৭১৬	৬০৬৬
২০১২-১৩	৯১৫১	৬৪৩৪
২০১৩-১৪	১০,৪১৬	৭৩৫৬
২০১৪-১৫	১১,৫৩৪	৭৮১৭
২০১৫-১৬	১২,৩৬৫	৯০৩৬

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ,বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার

২০০৫-০৬ অর্থ বছরে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে মোট ১,৫৩,৯২০ মিলিয়ন ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করেছে যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ২,০৭,৮৩৮ মিলিয়ন ঘনফুট এ দাঁড়িয়েছে। ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানির ব্যবহার সারণি ১০.২ এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১০.২: বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-এর বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানির ব্যবহার

অর্থবছর	প্রাকৃতিক গ্যাস (মিলিয়ন ঘনফুট)	কয়লা (১০০০ টন)	তরল জ্বালানি (মিলিয়ন লিটার)	
			ফার্নেস অয়েল	এইচএসডি, এসকেও এবং এলডিও
২০০৫-০৬	১৫৩৯২০	১৯০	২০৫	১৫০
২০০৬-০৭	১৪৬২৬২	৫১০	১১২	১১৯
২০০৭-০৮	১৫০৯৯২	৪৫০	১৩৭	১১২
২০০৮-০৯	১৬১০০৮	৪৭০	৯০	১১৩
২০০৯-১০	১৬৬৫৫৭	৪৮০	৯১	১২৫
২০১০-১১	১৫০০৩১	৪১০	১১৯	১৩৮
২০১১-১২	১৫১০৪৮	৪৪৯	১৮২	৬০
২০১২-১৩	১৭৫৯৪৫	৫৯০	২৬৬	৩৫
২০১৩-১৪	১৮৩৫২২	৫৩৯	৪২৪	১৭৫
২০১৪-১৫	১৮০৭৬৫	৫২২	৩৭৮	২৯১
২০১৫-১৬	২০৭৮৩৮	৪৮৯	৪৩৯	২৩৮
২০১৬-১৭*	১০৩৯৮৭	২৮৩	১১৭	৪১

উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি),বিদ্যুৎ বিভাগ।* জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সরকার বিদ্যুৎ খাতের সার্বিক উন্নয়নে সংস্কারের পাশাপাশি পাওয়ার সিস্টেম এর মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এই মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১ ও ২০৩০ সালে ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট বিবেচনায় বিদ্যুতের চাহিদা দাঁড়াবে যথাক্রমে ১৯,০০০ মেগাওয়াট ও ৩৩,০০০ মেগাওয়াট। এ চাহিদা পূরণের জন্য স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ২০২১ সালে ২৪,০০০ মেগাওয়াট ও ২০৩০ সালে ৪০,০০০ মেগাওয়াট এ উন্নীত করতে হবে। উক্ত চাহিদা পূরণের জন্য সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ ও সঞ্চালন লাইন বৃদ্ধির প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপে রয়েছে। বর্তমান পরিকল্পনা অনুসারে ২০১৭ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রায় ১১,২১৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হবে বলে আশা করা যায়। ২০১০ সালে প্রণীত IPSMP হালনাগাদ করে বর্তমানে IPSMP ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। সারণি ১০.৩ এ বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.৩ বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০১৭ (ফেব্রুয়ারি)	২০২১ (পিএসএমপি ২০১০)	২০৩০ (পিএসএমপি ২০১০)	২০৪১ (পিএসএমপি ২০১৬)
১	স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	১৫,৩৭৯*	২৪,০০০	৪০,০০০	৬০,০০০
২	ডিএসএম সহ বিদ্যুৎ চাহিদা (মেঃ ওঃ)	৮,০০০-৮,৫০০	১৯,০০০	৩৩,০০০	৫২,০০০
৩	সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিঃ মিঃ)	১০,৩৭৭	১২,০০০	২৭,৩০০	৩৪,৮৫০
৪	গ্রীড উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)	২৮,৮৬৯	৪৬,৪৫০	১,২০,০০০	২,৬১,০০০
৫	বিতরণ লাইন (কিঃ মিঃ)	৩,৮৯,০০০	৪,৭৮,০০০	৫,২৬,০০০	৫,৩০,০০০
৬	মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন (কিঃওঃঘঃ)	৪০৭	৭০০	৮১৫	১,৪৭৫
৭	বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত জনসংখ্যা	৮০%	১০০%	১০০%	১০০%

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।*ক্যাপটিভসহ (২,২০০ মেঃওঃ)

বিদ্যুৎ উৎপাদনে নির্মাণাধীন প্রকল্প

বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে অনেকগুলো প্রকল্প নির্মাণাধীন আছে। এ সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ২০২১ সালের মধ্যে উৎপাদনে যাবে বলে আশা করা যায়। বর্তমানে সরকারি খাতে মোট ৬,৭০৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৬টি এবং বেসরকারি খাতে মোট ৪,৫০৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৭টি সহ সর্বমোট ১১,২১৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে। নির্মাণাধীন প্রকল্পগুলোর মধ্যে সরকারি খাতে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ

- আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ (উত্তর)সিসিপিপি
- সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি
- বিবিয়ানা ৪০০ মেঃওঃ সিসিপিপি (৩য়ইউনিট)
- শাহজীবাজার ৩৩০ মেঃওঃ সিসিপিপি
- সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি
- শিকলবাহা ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (ডুয়েল ফুয়েল)
- ভেড়ামারা ৩৬০ মেঃওঃ সিসিপিপি
- ঘোড়াশাল ৩৬৫ মেঃওঃ সিসিপিপি
- পটুয়াখালী ১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক
- বিএসইএফ পাওয়ার কোম্পানি লিঃ ১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক
- বড় পুকুরিয়া ২৭৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎকেন্দ্র (৩য় ইউনিট) এবং
- বিবিয়ানা দক্ষিণ ৩৮৩ মেঃওঃ সিসিপিপি

বেসরকারি খাতে নির্মাণাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ

- মাওয়া মুন্সিগঞ্জ ৫২২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প
- খুলনা ৫৬৫ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প
- কেরানীগঞ্জ ১০৮ মেঃওঃ
- বরিশাল ১১০ মেঃওঃ
- ঢাকা ৬৩৫ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক
- চট্টগ্রাম ৬১২ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক
- জামালপুর ৯৫ মেঃওঃ
- কক্সবাজার ৬০ মেঃওঃ (বায়ু) প্রকল্প
- আশুগঞ্জ ১৯৫ মেঃওঃ মডুলার বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প

খ. বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি)

বাংলাদেশের জাতীয় গ্রীডের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতে সঞ্চালন ব্যবস্থাপনায় সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সারাদেশে ৪০০ কেভি, ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি লাইনের মাধ্যমে সঞ্চালন করা হয়। ১৯৯৬ সালে পিজিসিবি গঠিত হবার সময় দেশে ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল যথাক্রমে ৮৩৮ সার্কিট কিঃমিঃ ও ৪,৭৫৫ সার্কিট কিঃমিঃ। সঞ্চালন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি,২০১৭ পর্যন্ত পিজিসিবি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৫৫৯.৭৫ সার্কিট কিঃ মিঃ দৈর্ঘ্যের ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন, ৩,৩১৩ সার্কিট কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন, ৬,৫০৪ সার্কিট কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত হয়েছে। এছাড়া পিজিসিবি ৫০০ মেঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি এইচভিডিসি (High Voltage Direct Current) back-to-back স্টেশন ১,৬৯০ এমভিএ ক্ষমতার ২টি ৪০০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র, ৯,৬৭৫ এমভিএ

ক্ষমতা সম্পন্ন ১৯টি ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র, ১৩,৩৬৪.৫০ এমভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন ৯১ টি ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র স্থাপন করেছে। এর বাহিরে ৮ টি উপকেন্দ্রে ১৩২ কেভি বাসে ৪৫০ মেগাভার ক্যাপাসিটর ব্যাংক এবং ৪৬ টি উপকেন্দ্রে ৩৩ কেভি বাসে ১,৩৪০ মেগাভার ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন করেছে। বর্তমানে দেশে মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ১০,৩৭৬.৭০ সার্কিট কিলোমিটার, ১৪১টি গ্রিড উপ-কেন্দ্রের ক্ষমতা ২৮,৮৬৯ এমভিএ ও ১টি এইচভিডিসি গ্রিড উপকেন্দ্রের ক্ষমতা ৫০০ মে:ও:। সারণি ১০.৪ এ বছর ভিত্তিক পিজিসিবি কর্তৃক বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার অবকাঠামো উন্নয়ন দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.৪ বছরভিত্তিক পিজিসিবি কর্তৃক বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার অবকাঠামো উন্নয়ন

অর্থবছর	সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিঃমিঃ)			৪০০ কেভি HVDC স্টেশন		৪০০/২৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র		২৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র		১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র	
	৪০০ কেভি	২৩০ কেভি	১৩২ কেভি	সংখ্যা	ক্ষমতা (মেঃওঃ)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)
২০০৫-০৬	-	১৪৬৬	৫৩৪০	-	-	-	-	০৯	৪৫০০	৬৫	৬৫৭২
২০০৬-০৭	-	১৪৬৬	৫৫২৯.৬০	-	-	-	-	১০	৫১৭৫	৭০	৭২১৯
২০০৭-০৮	-	২৩১৪.৫০	৫৫৩৩.৬০	-	-	-	-	১২	৫৮৫০	৭১	৭৫২৬
২০০৮-০৯	-	২৬৪৪.৫০	৫৬০৭.৬০	-	-	-	-	১৩	৬০৭৫	৭১	৭৩৯৯
২০০৯-১০	-	২৬৪৭.৩০	৫৬৭০.৩০	-	-	-	-	১৩	৬৩০০	৭৫	৭৮৪৪
২০১০-১১	-	২৬৪৭.৩০	৬০১৮	-	-	-	-	১৩	৬৬৭৫	৮১	৮৪৩৭
২০১১-১২	-	২৬৪৭.৩০	৬০৮০	-	-	-	-	১৩	৬৬৭৫	৮৩	৮৭৩৭
২০১২-১৩	-	৩০২০.৭৭	৬০৮০	-	-	-	-	১৫	৬৯৭৫	৮৪	৯৭০৫
২০১৩-১৪	১৬৪.৭০	৩০৪৪.৭০	৬১২০	০১	৫০০	-	-	১৮	৮৭৭৫	৮৬	১০৭১৪
২০১৪-১৫	১৬৪.৭০	৩১৭১.৪৫	৬৩৫৮.৮৩*	০১	৫০০	০১	৫২০	১৯	৯০৭৫	৮৯	১১৯৬৪
২০১৫-১৬	২২০.৭০	৩১৭১.৪৫	৬৩৯৬.৮৩*	০১	৫০০	০১	৫২০	১৯	৯৩৭৫	৯০	১২৪২০
২০১৬-১৭	৫৫৯.৭৫	৩৩১২.৯৯	৬৫০৩.৯৫*	০১	৫০০	০২	১৬৯০	১৯	৯৬৭৫	৯১	১৩৩৬৪.৫০

সূত্র: ডিপিডিসি, *৮৫.২ সার্কিট কিলোমিটারসহ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

গ. বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা

বর্তমানে বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে ৬টি বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি দায়িত্ব পালন করছে। যথাঃ

(১) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)
(২) বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি)
(৩) ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ডিপিডিসি)
(৪) ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেসকো)
(৫) ওয়েষ্টজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো)
(৬) নর্থ ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (নজোপাডিকো)

বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় সরকারি খাতে বর্ণিত তিনটি কোম্পানি গঠন করা হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষতা বৃদ্ধিসহ বাণিজ্যিক পরিবেশ তৈরি, স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনা ও সর্বোপরি রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী সকলের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া। নিবিড় মনিটরিং এর কারণে বিতরণ সংস্থাগুলো ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের অধিকতর উন্নয়ন, গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি, সিস্টেম লস হ্রাস এবং বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বিদ্যুৎ আমদানি

বিদ্যুৎ খাতের বিতরণী সংস্থা/কোম্পানি সমূহের ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাস (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) যথাক্রমে মোট ৫০,৯২৩.৩০ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার ও ৩২,১২৯.০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ ৩৩ কেভি লেভেলে আমদানি করেছে যা লেখচিত্র ১০.৩-এ দেখানো হলোঃ

লেখচিত্র ১০.৩ বিদ্যুৎ আমদানি ও সংস্থাভিত্তিক বিতরণ

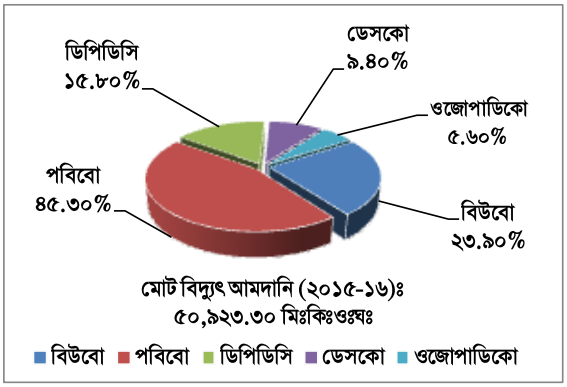

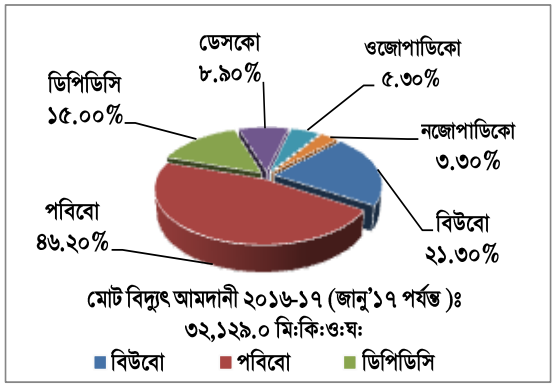

বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সুষ্ঠুভাবে বিতরণের লক্ষ্যে ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিতরণ সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্প সমূহ হচ্ছেঃ

- ১০- শহর বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প;
- সেন্ট্রালজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন প্রকল্প;
- ইজিবাইক/অটোরিক্সা চার্জিং স্টেশন প্রকল্প;
- ১.৮ মিলিয়ন নতুন সংযোগ প্রকল্প;
- পল্লী বিদ্যুতায়ন বর্ধিতকরণ প্রকল্প (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল অঞ্চল) এবং
- ২১ জেলা বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প প্রভৃতি

সিস্টেম লস

বিদ্যুৎ খাতে সংস্কার কর্মসূচির আওতায় বিদ্যুৎ অপচয় এবং সিষ্টেম লস কমানোর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সিস্টেম লস বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহের দক্ষতা মূল্যায়নের একটি প্রধান সূচক। বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি/সংস্থাসমূহের দক্ষতা তদারকির মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে। ২০০৬-০৭ থেকে ২০১৬-১৭ (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান সারণি ১০.৫ এবং লেখচিত্র ১০.৪-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.৫: বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান

অর্থ বছর	বিতরণ লস (%)	সঞ্চালন ও বিতরণ (%)
২০০৬-০৭	১৬.২৬	২০.২৫
২০০৭ -০৮	১৫.৫৬	১৮.৪৫
২০০০৮-০৯	১৪.৩৩	১৬.৮৫
২০০৯-১০	১৩.৪৯	১৫.৭৩
২০১০-১১	১২.৭৫	১৪.৭৩
২০১১-১২	১২.২৬	১৪.৬১
২০১২-১৩	১২.০৩	১৪.৩৬
২০১৩-১৪	১১.৯৬	১৪.১৩
২০১৪-১৫	১১.৩৬	১৩.৫৫
২০১৫-১৬	১০.৯৬	১৩.১০
২০১৬-১৭*	৯.১৯	১১.৪৩

উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি), বিদ্যুৎ বিভাগ।* জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ১০.৪: বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান

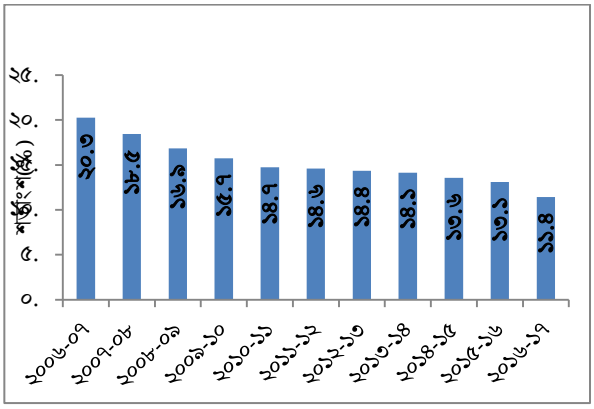

বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা/কোম্পানি সমূহে আর্থিক সয়ম্ভরতা আনয়নের লক্ষ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতসহ বিদ্যুতের বকেয়া গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাসকরণের জন্য সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে সরকার প্রণোদনামূলক কার্যক্রম গ্রহণসহ তদারকি জোরদার করে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় বিগত কয়েক বছরের বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। নিম্নে ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত বকেয়ার পরিসংখ্যান ১০.৬ সারণিতে দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.৬; বকেয়া বিদ্যুৎ বিল

অর্থ বছর	বকেয়া (সমমাস)
২০০৫-০৬	৩.৮৩
২০০৬-০৭	২.৭৬
২০০৭-০৮	২.৪৫
২০০৮-০৯	২.৪৪
২০০৯-১০	২.৪০
২০১০-১১	২.২২
২০১১-১২	২.২১
২০১২-১৩	২.০৬
২০১৩-১৪	২.০৪
২০১৪-১৫	২.০১
২০১৫-১৬	২.০০
২০১৬-১৭ (ডিসেম্বর'১৬ পর্যন্ত)	২.১১

উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি), বিদ্যুৎ বিভাগ।

পাওয়ার সিষ্টেম ইন্টারফেস মিটার স্থাপন কার্যক্রম

দেশের সকল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে এবং বৃহত্তর ঢাকা বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার মধ্যে এনার্জির ইনফ্লো-আউটফ্লো এর হিসাব নিকাশে আরো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে ৪১০টি গ্রিড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত মিটারসমূহ এনার্জি অডিটিং কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং সিষ্টেম লস হ্রাসকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

প্রি-পেইড মিটার স্থাপন কার্যক্রম

বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ সহজীকরণসহ বিদ্যুৎ বিল আদায় শতভাগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ দেশব্যাপী প্রি-পেইড মিটারিং পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে পাঁচটি বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক এ যাবৎ দেশে ১,১৯,৮০৫টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড পাইলট প্রকল্পের আওতায় চট্রগ্রাম, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, সিলেট এবং ইউনিফাইড প্রকল্পের আওতায় এ যাবৎ ৬৩,৯০৮টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করেছে। ডেসকো বুয়েটের সহায়তায় উত্তরা এলাকায় পাইলট প্রকল্প এবং ইউনিফাইড প্রকল্পের আওতায় এ যাবৎ ২৪,৫২৬টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করেছে। ডিপিডিসি ঢাকার আজিমপুর এলাকায় এবং ইউনিফাইড প্রকল্পের আওতায় ১৫,১২০টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করেছে। আরইবি এবং ওজোপাডিকো ইউনিফাইড প্রকল্পের আওতায় যথাক্রমে ৭,২৫০টি এবং ৯,০০১টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করেছে। বর্তমানে দেশে বিদ্যুতের মোট গ্রাহক সংখ্যা ২ কোটি ৪২ লক্ষ। আগামী ৫ বছরে প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ২ কোটি। পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজস্ব অর্থায়নে বিউবোর ৯,৬৩,০০০টি, পবিবোর ১৪,৪১,৫০০টি, ডিপিডিসির ৩,০২,৫০০টি ও ডেসকোর ১,০০,০০০টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

ঘ. বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি)

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি) কর্তৃক ৭৯টি পল্লীবিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ৬৫,৫৭৯টি গ্রামে ৩,১৫,৪৯৪ কিঃমিঃ বিতরণ লাইন বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে ১,৫৮,৮৩,৯১৪টি আবাসিক, ২,৩৮,২৮১টি সেচ, ১১,৯২,৮৮০ টি বাণিজ্যিক, ১,৫৯,৩৫৫ টি শিল্প, ২,২৭,০৮৬ টি দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও ২৯,২৮৬টি অন্যান্য সংযোগসহ সর্বমোট ১,৭৭,৩০,৮০২টি সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত পল্লীবিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে সঞ্চালন ও গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা ও সাফল্য চিত্র সারণি ১০.৭ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.৭ ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(সংশোধিত)

অর্থবছর	বিতরণ লাইন (কিঃমিঃ)		গ্রাহক সংযোগের সংখ্যা	
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
২০০৫-০৬	১৪৫০০	১৫০৯১	৭৫০০০০	৭৪১০৯৫
২০০৬-০৭	৫৪৭৬	৪৭৬৪	৬৫০০০	৪৫৩৪২৬
২০০৭-০৮	৫০৪২	৩০৮৯	২৪৫০০০	২২৬২৫২
২০০৮-০৯	৬১১৬	৫০৬২	৩৬৮২৭৫	৪০৫৯৯০
২০০৯-১০	২৮৫২	২৭১৩	-	৪৬১৪১৭
২০১০-১১	২০৯৫	৩০২৮	-	২৫৯৫৪৮
২০১১-১২	৭৭০০	১০০৪৯	-	৭১৩৭১৩
২০১২-১৩	১০২২২	১০২৭৯	-	৩০৪৪১৭
২০১৩-১৪	১৬৯৭১	১৭৫৪৪	-	৭৫৮৯৩২
২০১৪-১৫	১৮৭৫০	১৮৬৯৮	-	১৮৩৯০৬৪
২০১৫-১৬	৩০৯৯৮	১১৮১৫ (জানুয়ারি' ১৬ পর্যন্ত)	১৫০০০০০	৩৫৯৭৮৮৩
২০১৬-১৭*	-	-	২০০০০০০ (জুন'২০১৭ পর্যন্ত)	২০১৭৬৫১ (জানু'২০১৭ পর্যন্ত)

উৎসঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি), বিদ্যুৎ বিভাগ। * জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

বিআরইবি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় বর্তমানে ১৬টি প্রকল্প চলমান রয়েছে যার বিপরীতে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ প্রায় ৫,৫৬০ কোটি টাকা। পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ এবং বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত চলমান ১৬টি প্রকল্পের মধ্যে ৪টি বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, ১টি প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প, ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প, ১টি ওভারলোডেড বিতরণ ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন প্রকল্প এবং ৬টি বিতরণ লাইন সম্প্রসারণ প্রকল্প ও ৩টি গ্রাহক সংযোগ সংক্রান্ত প্রকল্প। চলমান ১৬টি প্রকল্পের বিপরীতে প্রাক্কলিত প্রায় ৩৬,৯১২.৮৮ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ২০,৭৩৭ কিঃমিঃ নতুন লাইন নির্মাণ/নবায়ন করা হয়েছে, ৮৪ টি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ/ক্ষমতাবর্ধনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৪২টি উপকেন্দ্র নির্মাণ/ক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ সম্পাদিত হয়েছে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৩০ লক্ষ নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান এবং ৭ লক্ষ প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপনের পরিকল্পনা আছে।

বিআরইবি'র বিদ্যুৎ উৎপাদন

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এবং ১৩টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির অর্থায়নে রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ (আরপিসিএল) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ময়মনসিংহ জেলার শম্ভুগঞ্জ ২১০ মেঃওঃ (কম্বাইন্ড সাইকেল), গাজীপুর জেলার কড্ডায় ৫২ মেঃওঃ এবং চট্টগ্রাম জেলার রাউজানে ২৫ মেঃওঃ অর্থাৎ সর্বমোট ২৮৭ মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বিপিডিবি-আরপিসিএল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ-এর গাজীপুর জেলার কড্ডায় ১৫০ মেঃওঃ ক্ষমতাসম্পন্ন ডুয়েল ফুয়েল পাওয়ার প্লান্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা হতে নিয়মিত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। এছাড়া, আরপিসিএল-এর উদ্যোগে মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় ৩৫০ মেঃওঃ (+/-১০%) ক্ষমতাসম্পন্ন এবং পটুয়াখালী/চট্টগ্রাম জেলায় ২X৬৬৩ মেঃওঃ ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

সাসটেইনেবল এনার্জি

নবায়নযোগ্য জ্বালানি

বাংলাদেশের প্রাথমিক জ্বালানি সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। দেশে টেকসই নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়ন সহজতর, নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নত করতে সরকার ২০১২ সালে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) আইন পাস করে। পরবর্তী সময়ে ১৪ মে, ২০১৪ তারিখে স্রেডা আইন কার্যকর হয় এবং ২২ মে, ২০১৪ তারিখে স্রেডা এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। স্রেডা আইন মোতাবেক সরকারি এবং বেসরকারি খাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী ও সংরক্ষণমূলক কর্মকান্ড সম্প্রসারণ ও সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে স্রেডা গঠন করে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা সংক্রান্ত বিষয়গুলো তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন সংস্থায় ইতোমধ্যে স্রেডার সাথে সমন্বয়কারী সেল হিসেবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি/সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট উইং খোলা হয়েছে। স্রেডা আইন, ২০১২ মোতাবেক স্রেডার উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব হচ্ছে নিম্নরূপঃ

- সরকারের নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা সম্পর্কিত বিষয়গুলো সমন্বয়
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তি এবং জ্বালানি দক্ষ পণ্য ও সরঞ্জাম প্রমিতকরণ
- নতুন নতুন প্রযুক্তি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা এবং এর সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্প্রসারণ ও জ্বালানি সাশ্রয়ী কর্মকান্ডে বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতার উপর গবেষণা এবং উন্নয়ন
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা উপর সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং এ বিষয়ক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি দক্ষতা সংশ্লিষ্ট নতুন প্রযুক্তি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিনিয়োগকারীদের অবহিতকরণ
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা সম্প্রসারণে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

লক্ষ্যসমূহ

- ২০২০ সালের মধ্যে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ১০ শতাংশ (মেগাওয়াট ২০০০) নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস হতে উৎপাদন।

- জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ কর্মকান্ডের মাধ্যমে ২০২০ সালের মধ্যে ১৫ শতাংশ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ জ্বালানি সাশ্রয়।

সাম্প্রতিক অর্জন

জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নে সাম্প্রতিক অর্জন

- Energy Efficiency and Conservation Master Plan up to 2030 এবং Action Plan for Energy Efficiency and Conservation প্রণয়ন
- জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিধিমালা ২০১৬ প্রণয়ন
- Energy Audit Regulation এর খসড়া প্রণয়ন
- Energy Efficiency and Conservation Promotion Financing Project এর আওতায় জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য শিল্প, ভবন ও আবাসিক খাতে স্বল্পসুদে ৪ শতাংশ হারে ঋণ প্রদান প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু
- ৫০ টি জ্বালানি দক্ষ পণ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে স্বল্পসুদে ৯ শতাংশ হারে রি-ফাইন্যান্সিং ব্যবস্থা চালুকরণ
- বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ও গ্রিন ইন্ডাস্ট্রিতে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন
- "Bangladesh National Building Code" এ জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিষয়ক বিধান অন্তর্ভুক্তকরণ
- স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভুক্তকরণ
- জ্বালানি সাশ্রয়ে সচেতনতামূলক স্কুলিং প্রোগ্রাম চালুকরণ
- কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং সেমিনার/সিম্পোজিয়াম, মেলা ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে জ্বালানি সাশ্রয় সচেতনতা সৃষ্টি
- বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার রাস্তার সড়কবাতি দক্ষ এলইডি বাতি দ্বারা প্রতিস্থাপন
- Country Action Plan for Clean Cook Stove প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- জ্বালানি সাশ্রয়ী চুলার ৭ টি মডেল উদ্ভাবন এবং ২৯,৩১,০০০ টি উন্নত চুলা বিপণন
- বিভিন্ন ক্যাপটিভ পাওয়ার জেনারেশন সংশ্লিষ্ট শিল্প উদ্যোক্তাগণের মধ্যে প্রায় ৫০টি প্রতিষ্ঠানের ওয়েষ্ট হিট রিকোভারি ও কো-জেনারেশন কার্যক্রম শুরু
- উন্নত প্রযুক্তির চালকল সম্প্রসারণে এযাবৎ প্রায় ৭৫ টি Improved Rice boiling System স্থাপন।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম

বাংলাদেশ সর্বপ্রথম ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়। এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বমোট ৩৯,৮৮৬টি সোলার হোম সিষ্টেম স্থাপন করা হয়েছে; যার ক্ষমতা প্রায় ৫,০১৯ kWp। এছাড়াও ৭৮টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সদর দপ্তর, ১৫টি উপজেলা সদর দপ্তর এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর সদর দপ্তরের ছাদে স্থাপিত সোলার রুফটপ সিষ্টেমের মোট ক্ষমতা ৫৪৩ kWp। KOICA ও BCCTF এর আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন জেলায় ৪০টি সোলার ইরিগেশন পাম্প স্থাপন করা হয়েছে; যার ক্ষমতা ২৩৯ kWp।

রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট ও কেপিআই বাস্তবায়ন

বিদ্যুৎ বিভাগের কর্ম মূল্যায়নের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণখাত সংশ্লিষ্ট কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (কেপিআই) নির্ধারণপূর্বক বিদ্যুৎ বিভাগ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যে বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করা হয়েছে। উল্লিখিত কেপিআই সমূহ বিদ্যুতের উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের সংস্থা/ কোম্পানিসমূহের সুশাসন, জবাবদিহিতা ও উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ SMART KPIs চালু করা হয়েছে।

উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা

বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশসমূহ ছাড়াও SAARC, BIMSTEC, SASEC এবং D-8 ইত্যাদি আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ফোরামের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ভারত ছাড়াও নেপাল, ভুটান এবং মায়ানমায়ের সাথে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

বাংলাদেশের ভেড়ামারা এবং ভারতের বহরমপুর ইন্টার কানেকশনের মাধ্যমে ভারত থেকে গত ৫ অক্টোবর ২০১৩ সাল হতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। বাংলাদেশের ভেড়ামারায় একই ক্ষমতা সম্পন্ন আরো একটি

এইচভিডিসি উপকেন্দ্র নির্মাণ করে বিদ্যমান সঞ্চালন লাইন দিয়েই আরো ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আগামী জুন, ২০১৮ সালের মধ্যে আমদানি করা হবে। উক্ত ইন্টারকানেকশনে পৃথক একটি লাইন যোগ করে আরো ১,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির সিদ্ধান্ত হয়েছে। ভারতে ত্রিপুরা রাজ্যের পালাটানা থেকে গ্যাসভিত্তিক অতিরিক্ত ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ মার্চ, ২০১৬ হতে বাংলাদেশে আমদানি করা হচ্ছে। উক্ত আন্তঃসংযোগ এইচভিডিসি তে রূপান্তর করে আরো ৫০০-১,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। এছাড়াও ভারত থেকে অতিরিক্ত ২,০০০ মেগাওয়াট হাইড্রো পাওয়ার আমদানির বিষয়ে দু'দেশের মধ্যে গ্রিড ইন্টারকানেকশন স্থাপনে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ সমীক্ষা শুরু করেছে।

মায়ানমার থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

মায়ানমার থেকে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে ২০১০ সালে মায়ানমার সরকারের সাথে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দলের আলোচনা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় দু'দেশের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য আলাপ আলোচনা চলছে।

ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গ্রিড ইন্টাকানেকশন স্থাপনের লক্ষ্যে সমীক্ষার আওতায় ভুটান হতে ভারতের আলীপুর দুয়ার ও বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও হয়ে ভারতের পুর্নিয়া পর্যন্ত আন্তঃদেশীয় গ্রীড লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত লাইন নির্মাণ হলে প্রায় ২,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা সম্ভব হবে।

নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

গ্রিড ইন্টারকানেকশন এর মাধ্যমে নেপাল হতে প্রায় ২,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি নেপাল ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এ বিষয়ে সক্রিয় আলোচনা শুরু হয়েছে।

বিদ্যুৎ খাতে চীনের সাথে সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি

বিদ্যুৎখাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাতে সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ প্রসারিত হবে। ফলে উভয় দেশ দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও অর্থনেতিক সহযোগিতা আরো উন্নত করতে অবদান রাখতে পারবে। সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, এনার্জি দক্ষতা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ইত্যাদি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতা

BIMSTEC এর মাধ্যমে BIMSTEC ভুক্ত দেশসমূহের সাথে বিদ্যুৎখাতের সহযোগিতা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিশেষ করে BIMSTEC Grid স্থাপনে আলোচনায় যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ

দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণ, তেল ও গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান/আবিষ্কার, উত্তোলন, উন্নয়ন ও মূল্যায়ন করে জ্বালানি মজুদ বৃদ্ধি করা তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাতের মূল উদ্দেশ্য। জ্বালানির জন্য প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর একক নির্ভরতা হ্রাস, জ্বালানি-মিশ্র এবং বিকল্প/নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ, দেশের প্রাকৃতিক জ্বালানি মজুদ বৃদ্ধির জন্য অনুসন্ধান/আবিষ্কার কার্যক্রম জোরদার করা, গ্যাস উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ কর্মকান্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধনের পাশাপাশি তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন এবং বিতরণ কাজে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিতকরণ ইত্যাদি এ খাতের প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদ

প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৭১ ভাগ পুরণ করে। এ যাবৎ দেশের আবিষ্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৬টি। সম্প্রতি পেট্রোবাংলা কর্তৃক সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুযায়ী মোট গ্যাস মজুদের (GIIP) পরিমাণ ৩৮.০২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য প্রমাণিত এবং সম্ভাব্য (P1+P2) মজুদের পরিমাণ ২৭.১২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৪.৩৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ফলে জানুয়ারি, ২০১৭ সময়ে উত্তোলনযোগ্য নীট মজুদের পরিমাণ ১২.৭৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। সারণি ১০.৮-এ দেশে গ্যাস মজুদের পরিমাণ দেখানো হলো:

সারণি ১০.৮ দেশে গ্যাস মজুদের পরিমাণ

(বিলিয়ন ঘনফুট)

গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	প্রাথমিক মোট মজুদ (GIIP)	প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য মজুদ	উৎপাদন অর্থবছর ২০১৬-১৭ (ডিসেম্বর'১৬ পর্যন্ত)	ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন ডিসেম্বর-২০১৬ পর্যন্ত	অবশিষ্ট জানুয়ারি-২০১৭
তিতাস	২৪	৮১৪৮.৯	৬৩৬৭	৮৮.৯০	৪১২৪.৭৬	২২৪২.২৪
হবিগঞ্জ	৭	৩৬৮৪	২৬৩৩	৪১.১৪	২২৭৩.০৩	৩৫৯.৯৭
বাখরাবাদ	৬	১৭০১	১২৩১.৫	৮.৮৪	৮০৪.৩৬	৪২৭.১৪
নরসিংদী	২	৩৬৯	২৭৬.৮	৫.২১	১৮০.৯২	৯৫.৮৮
মেঘনা	১	১২২.১	৬৯.৯	২.১৪	৬১.৩২	৮.৫৭
সিলেট	২	৩৭০	৩১৮.৯	১.৪৬	২১১.২৭	১০৭.৬৩
কৈলাশটিলা	৫	৩৬১০	২৭৬০	১১.৪১	৬৪৬.৩৭	২১১৩.৬৩
রশিদপুর	৫	৩৬৫০	২৪৩৩	১০.৫২	৫৮৫.৮২	১৮৪৭.১৯
বিয়ানীবাজার	২	২৩০.৭	২০৩	১.৭৫	৯৪.৬৬	১০৮.৩৪
সালদানদী	১	৩৭৯.৯	২৭৯	১.০৯	৮৭.৮৫	১৯১.৩৫
ফেঞ্চুগঞ্জ	৩	৫৫৩	৩৮১	৪.৮৯	১৪৯.৩৪	২৩১.৬৬
শাহবাজপুর	৩	৬৭৭	৩৯০	৪.৩৫	২৬.৮৬	৩৬৩.১৪
সেমুতাং	২	৬৫৩.৮	৩১৭.৭	০.৪৭	১২.১০	৩০৫.৬০
সুন্দলপুর	০	৬২.২	৩৫.১	০.০০	০৯.৯৮	২৫.১২
শ্রীকাইল	৩	২৩০	১৬১	৭.৯২	৫৩.৯৮	১০৭.০২
বেগমগঞ্জ	০	১০০	৭০	০.০১	০.৮৮	৬৯.১২
জালালাবাদ	৭	১৪৯১	১১৮৪	৪৯.০৫	১০৯৪.০৯	৮৯.৯১
মৌলভীবাজার	৫	১০৫৩	৪২৮	০৬.৮৮	২৯৭.১০	১৩০.৯০
বিবিয়ানা	২৬	৭৪২৭	৫৭৫৪	২১৯.২৭	২৭১০.২৩	৩০৪৩.৭৭
বাঙ্গুরা	৫	১১৯৮	৫২২	১৭.০৯	৩৫৮.৪৪	১৬৩.৫৬
মোট	**১০৯**	**৩৫৭১০.৬**	**২৫৮১৪.০৯**	**৪৮২.৩৬**	**১৩৭৮৩.১৭**	**১২০৩১.৭৪**
উৎপাদনে যায় নাই:						
কুতুবদিয়া	-	৬৫	৪৫.৫	০	০	৪৫.৫
রুপগঞ্জ	-	৪৮	৩৩.৬	০	০	৩৩.৬
মোট	**-**	১১৩	৭৯.১	০	০	৭৯.১
উৎপাদন স্থগিত:						
সাঙ্গু	-	৮৯৯.৬	৫৭৭.৮	০	৪৮৭.৯	৮৯.৯
ছাতক	-	১০৩৯	৪৭৪	০	২৬.৫	৪৪৭.৫
কামতা	-	৭১.৮	৫০.৩	০	২১.১	২৯.২
ফেনী	-	১৮৫.২	১২৫	০	৬২.৪	৬২.৬
মোট	**-**	২১৯৫.৬	১২২৭.১	০	৫৯৭.৯	৬২৯.২
সর্বমোট	১০৯	৩৮০১৯.২০	২৭১২১.১০	৪৮২.৩৬	১৪৩৮১.০৭	১২৭৪০.০৩
টিসিএফ		৩৮.০২	২৭.১২	০.৪৮	১৪.৩৮	১২.৭৪

উৎসঃ **পেট্রোবাংলা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।**

প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার কারখানা, বাণিজ্যিক, শিল্প ও গৃহস্থালি খাতে জ্বালানির প্রধান উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস। সারণি ১০.৯ এবং লেখচিত্র ১০.৫-এ খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১০.৯ খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার

(বিলিয়ন ঘনফুট)

খাত/বছর	উৎপাদন	বিদ্যুৎ	ক্যাপটিভ	সার	শিল্প	চা-বাগান	ইটখোলা	বাণিজ্যিক	গৃহস্থালি	সিএনজি	মোট ব্যবহার
২০০৫-০৬	৫২৭.০	২২৪.৪	৪৮.৯	৮৯.০৯	৬৩.৩	০.৮	০	৩.৩	৫৬.৭	৬.৮	৪৯৩.৩
২০০৬-০৭	৫৬২.২	২২১.১	৯৩.৫	৬২.৫	৭৭.৫	০.৮	০	৫.৭	৬৩.৩	১২.০	৫৩৬.২
২০০৭-০৮	৬০০.৯	২৩৪.৩	৮০.২	৭৮.৭	৯২.২	০.৮	০	৬.৬	৬৯.০	২২.৮	৫৮৪.৬
২০০৮-০৯	৬৫৩.৮	২৫৬.৩	৯৪.৭	৭৪.৯	১০৪.৪	০.৭	০	৭.৫	৭৩.৮	৩১.০	৬৪৩.২

খাত/বছর	উৎপাদন	বিদ্যুৎ	ক্যাপটিভ	সার	শিল্প	চা-বাগান	ইটখোলা	বাণিজ্যিক	গৃহস্থালি	সিএনজি	মোট ব্যবহার
২০০৯-১০	৭০৩.৬	২৮৩.২	১১২.৬	৬৪.৭	১১৮.৮	০.৮	০	৮.১	৮২.৭	৩৯.৩	৭১০.২
২০১০-১১	৭০৮.৯	২৭৩.৮	১২১.২	৬২.৮	১২১.৫	০.৮	০	৮.৫	৮৭.৪	৩৮.৫	৭১৪.৫
২০১১-১২	৭৪৩.৭	৩০৪.৩	১২৩.৬	৫৮.৪	১২৮.৫	০.৮	০	৮.৬	৮৯.২	৩৮.৬	৭৫১.৭
২০১২-১৩	৮০০.৬	৩২৮.৮	১৩৪.১	৬০.০	১৩৫.৭	০.৮	০	৮.৮	৮৯.৭	৪০.২	৭৯৮.২
২০১৩-১৪	৮২০.৪	৩৩৭.৪	১৪৩.৮	৫৩.৮	১৪১.৯	০.৮	০	৮.৯	১০১.৫	৪০.১	৮২৮.১
২০১৪-১৫	৮৯২.২	৩৫৪.৮	১৫০.০	৫৩.৮	১৪৭.৭	০.৮	০	৯.১	১১৮.২	৪২.৯	৮৭৭.৩
২০১৫-১৬	৯৭৩.২	৩৯৯.৬	১৬০.৮	৫২.৬	১৫৬.০	০.৯	০	৯.০	১৪১.৫	৪৬.৫	৯৬৬.৯
২০১৬-১৭*	৪৮২.২	১৮৬.৭	৬৯.৪	১৯.৮	৯০.২	০.৯	০	৫.০	৮৭.০	২৬.৯	৪৮৬.০

উৎসঃ পেট্রোবাংলা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। *ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ১০.৫ প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার

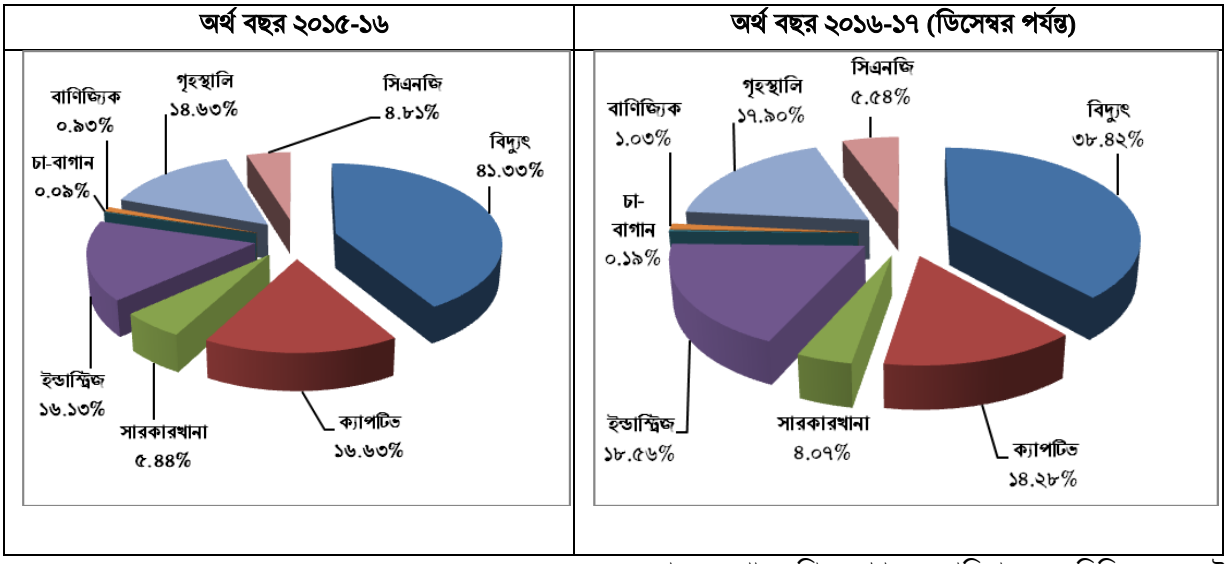

প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা

দেশে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ এর চাহিদার সাথে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারণি ১০.১০-এ দেখা যাচ্ছে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে এই চাহিদা সর্বোচ্চ। ২০১৭ সালের বিদ্যুৎক্ষেত্রে গ্যাসের চাহিদা ৬১০ বিলিয়ন ঘনফুট এবং তা ২০২১ সালে ৬৪৭ বিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হতে পারে। ২০১৭ সালে যেখানে শিল্পে গ্যাসের চাহিদা ১৫৮ বিলিয়ন ঘনফুট নির্ধারণ করা হয় সেখানে ২০২১ সালে তা ২০৭ বিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত করার লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। গৃহস্থালির ব্যবহারের গ্যাসের চাহিদা ২০১৭ সালে ১১২ বিলিয়ন ঘনফুট হলেও ২০২১ সালে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১৩৫ বিলিয়ন ঘনফুট।

সারণি ১০.১০ খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদার প্রয়োজন

একক: বিসিএফ

খাতসমূহ	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১
বিদ্যুৎ	৬১০	৬২১	৬৪০	৬৪৯	৬৪৭
ক্যাপটিভ পাওয়ার	১৫১	১৪৯	১৪৫	১৩৪	১৩০
সার	৯৮	৯৮	৯৮	৯৯	৯৮
শিল্প	১৫৮	১৬৫	১৭০	১৯৮	২০৭
বাণিজ্যিক	৯	৯	৯	১০	১১
ইটখোলা	০	০	০	০	০
গৃহস্থালী	১১২	১১৫	১১৮	১৩০	১৩৫
চা বাগান	২	২	২	৩	৩
সিএনজি	৪১	৪১	৪১	৪১	৪১
মোট	**১১৮২**	**১২০০**	**১২২৪**	**১২৬৩**	১২৭২

খনিজ সম্পদ

বর্তমানে যে সকল খনিজ পদার্থের জন্য খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয় সেগুলো হলোঃ কয়লা, পিট, খনিজ বালু, ধাতব খনিজ, সাদামাটি, সিলিকাবালু, সাধারণ পাথর, বালু মিশ্রিত পাথর, চুনা পাথর ও ক্লে/শেল।

কয়লা

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় কয়লা উত্তোলনের জন্য বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিঃ এর অনুকূলে ১৯৯৪ সালে খনি ইজারা মঞ্জুর করা হয়, যা পরবর্তী সময়ে বিধি মোতাবেক নবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে বড়পুকুরিয়া কয়লা ক্ষেত্র থেকে কয়লা উত্তোলন অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া ২০০৮ সালে দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার দীঘিপাড়ায় কয়লা অনুসন্ধানের জন্য পেট্রোবাংলার অনুকূলে অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয় এবং পরবর্তী কালে উক্ত অনুসন্ধান লাইসেন্স বিধি মোতাবেক নবায়ন করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির অনুসন্ধান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মোকাবেলা করার জন্য কয়লা উত্তোলন ও কয়লার ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি। ফলে কয়লা ক্ষেত্র দ্রুততম সময়ে উন্নয়ন ও উত্তোলনের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলার অনুকূলে সম্পাদিত অনুসন্ধান লাইসেন্স চুক্তি ২১.১০.২০১৫ তারিখে বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড-এর অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়েছে। উক্ত অনুসন্ধান লাইসেন্স বিধি মোতাবেক নবায়ন করা হচ্ছে এবং অনুসন্ধান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

কঠিন শিলা

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় কঠিন শিলা উত্তোলনের জন্য মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিঃ এর অনুকূলে ১৯৯৪ সালে খনি ইজারা মঞ্জুর করা হয়, যা পরবর্তী সময়ে বিধি মোতাবেক নবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে খনি হতে কঠিন শিলা উত্তোলন অব্যাহত রয়েছে। উত্তোলিত শিলা দেশের আর্থ-সামাজিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সাধারণ পাথর

সিলেট জেলায় ৩টি, পঞ্চগড় জেলায় ১৪টি, লালমনিরহাট জেলায় ২টি খাস খতিয়ানভূক্ত জমিতে এবং নীলফামারী জেলায় ৩৯টি ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে সাধারণ পাথর উত্তোলনের জন্য কোয়ারি ইজারা মঞ্জুর করা হয়েছে।

চীনামাটি

দেশের সিরামিক শিল্পের কাঁচামাল সাদামাটি/চীনামাটি উত্তোলনের জন্য খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো হতে কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয়। বর্তমানে নেত্রকোণা ও ময়মনসিংহ জেলায় মোট ১৪টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এরূপ ইজারা রয়েছে।

সিলিকাবালু

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক বর্তমানে হবিগঞ্জ এবং মৌলভীবাজার জেলায় ৪৫টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সিলিকাবালু উত্তোলনের কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয়েছে এবং ২৮টি কোয়ারি ইজারা প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

পেট্রোলিয়াম পণ্য

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) জ্বালানি তেল আমদানি, অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ, মজুদ ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১২.২১ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকল্পে ইস্টার্ণ রিফাইনারির একটি নতুন ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। নতুন ইউনিটসহ যার উৎপাদন ক্ষমতা দাড়াঁবে প্রায় ৪৫ লক্ষ মেঃ টন। গভীর সমুদ্র হতে শোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল খালাসের জন্য এসপিএম (Single Point Mooring with Double Pipeline) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সারণি ১০.১১ ও ১০.১২ -এ বিপিসি কর্তৃক ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত যথাক্রমে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি এবং পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানির তথ্য দেওয়া হলোঃ

সারণি ১০.১১ অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি

অর্থবছর	পরিমাণ (মেটিক টন)	সিএন্ডএফ মিলিয়ন মাঃ ডলার	কোটি টাকা
২০০৫-০৬	১২৫৩২৮৫	৫৭৩.৬৫	৩৯০১.১৬
২০০৬-০৭	১২১১০৩৭	৬০৪.৭৩	৪১৯৬.৮৫
২০০৭-০৮	১০৪০০৮৪	৭৬২.০৮	৫২৮৮.৮৫
২০০৮-০৯	৮৬০৮৭৭	৪৯৪.৪৪	৩৪৩১.৪০
২০০৯-১০	১১৩৬৫৬৭	৬৪৬.২১	৪৪৯১.৪১
২০১০-১১	১৪০৯৩০২	৯৭৮.৮১	৭০৩৭.০০
২০১১-১২	১০৮৫৯৩৭	৯১৯.২৬	৭০৫৩.৫১
২০১২-১৩	১২৯২১০২	১০৬০.৩০	৮৫৩৬.৭০
২০১৩-১৪	১১৭৬৬৯৩	৯৬৮.৫৫	৭৯৫৭.২৯
২০১৪-১৫	১৩০৩১৯৪	৭৩৪.০০	৫৭৩৯.৩৫
২০১৫-১৬	১০৯৩১২০	৩৩৬.১৫	৩২২৫.৯২
২০১৬-১৭*	৯০৬৬৩৪	৩২৭.৩৪	২৫৮২.৫৯

উৎসঃ বিপিসি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত

সারণি ১০.১২ পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি

অর্থবছর	জেপি, কেরোসিন, অকটেন ও ডিজেল		লুব্রিকেটিং অয়েল		ফার্ণেস অয়েল	
	পরিমাণ (মেঃ টন)	মূল্য (কোটি টাকা)	পরিমাণ (মেঃ টন)	মূল্য (কোটি টাকা)	পরিমাণ (মেঃ টন)	মূল্য (কোটি টাকা)
২০০৫-০৬	২৩৮০৫৮২	৯৩৮২.৭৭	৫১৩৭	৩৫.৫৩	-	-
২০০৬-০৭	২৫৩৬৫৩৫	১০৪৪৩.২০	৪২৭৭	২৫.১৩	-	-
২০০৭-০৮	২২২৭৭৫৩	১৪৩৪৩.০৪	৫০০৬	২৯.৯৪	-	-
২০০৮-০৯	২৫০৭৮১৯	১০৯৪৫.২৪	৪৮২৮	২৩.৬৩	২৯৯৫৯	৬০.৩৮
২০০৯-১০	২৬৩৪২১২	১২০২৪.১৮	৭২৬২	৫২.০৩		
২০১০-১১	২৪৮৮৪৫৬	২১৪০৩.৬৯	৪৭৪৯	৪৩.৭৫	২৩০৫২৪	১১২৩.১৭
২০১১-১২	৩৪০৯৯৩৪	২৭১১১.২৪	৪৯৮০	৫৩.১১	৬৮০৯৮২	৩৮১৯.০৭
২০১২-১৩	২৮২৭১৬০	২১৯৪৯.১০	৪৮৫৩	৩৮.৫৬	৮০৩৬০৩	৪৩৬৭.২৬
২০১৩-১৪	৩১৫৮৩৪৩	২৩৪৮৫.৫৬	-	-	১০১৬১০১	৫১৪৪.৬৮
২০১৪-১৫	৩৪০৩৮৯০	১৮৫৬৯.৬২	-	-	৬৯১৭০৫	২৭১৪.৩০
২০১৫-১৬	৩৩৩৭৪২৬	১১১১০.৩১	-	-	৩৩৫১৫০	৬৬০.৫২
২০১৬-১৭*	২৫২৫২৩২	৯১৪৫.০৯	-	-	৩৪৪৩৯৬	৭৭৬.৪৪

উৎসঃ বিপিসি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, *ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

জ্বালানি তেল বাবদ ভর্তুকি

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রতি বছরই অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করে থাকে। অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেলের আর্ন্তজাতিক সংগ্রহ মূল্য উঠানামা করে থাকে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে তেলের মূল্যসহ শুল্কহার পুনঃনির্ধারিত না হওয়ায় বিপিসি ক্রমাগত লোকসানের সম্মুখীন হয়। ফলে জ্বালানি তেল আমদানি বাবদ সরকারকে উল্লেখযোগ্য অংক ভর্তুকি দিতে হয়েছে। তবে বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সরকারকে জ্বালানি তেলে কোন ভর্তুকি দিতে হয়নি। সারণি ১০.১৩-এ সরকার কর্তৃক বিপিসি-কে প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.১৩ঃ সরকার কর্তৃক বিপিসি-কে প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	সরকারি ভর্তুকির পরিমাণ
২০০৮-০৯	১৫০০
২০০৯-১০	৯০০
২০১০-১১	৪০০০
২০১১-১২	৮৫৫০
২০১২-১৩	১৩৫৫৮
২০১৩-১৪	২৪৭৮
২০১৪-১৫	৬০০.০০
২০১৫-১৬	-

উৎসঃ বিপিসি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী

খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও মূল্যায়ন

দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের কাজ জোরদার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) বিভিন্ন সময়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় অধিদপ্তরে বিদেশি প্রশিক্ষণসহ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হয়েছে। গবেষণা কাজের পর্যাপ্ত সুবিধাদিসহ অনুজীবাশ্ম, শিলাবিদ্যা ও মণিকবিদ্যা, বৈশ্লেষিক রসায়ন, প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক, দূরঅনুধাবন ও জিআইএস, পলল ও কাদা-মণিক বিষয়ক গবেষণাগার সমূহের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগৃহীত হয়েছে। ফলে মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলাসহ জামালগঞ্জ-কুচমায়, দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া ও দিঘীপাড়ায় এবং রংপুর জেলার খালাসপীরে উন্নতমানের কম সালফারযুক্ত গন্ডোয়ানা কয়লা আবিস্কৃত হয়েছে।এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে পিটকয়লা, কাঁচবালি, সাদামাটি, নির্মাণবালি, নুড়িপাথর, চূনাপাথর, ভারী খনিজসহ অন্যান্য খনিজ সমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে। দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলায় চুনাপাথর ও চুম্বক ধর্মীয় লোহার আকরিকের উপস্থিতি নিশ্চিত করা, রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় টিটানিয়াম অক্সাইড সমৃদ্ধ শিলার উপস্থিতি, চলনবিল এলাকায় জীবাশ্ম এর সন্ধান পাওয়া, যমুনা নদীর চর এলাকায় ভারী মনিকের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ সাম্প্রতিক সময়ে জিএসবি এর সামগ্রিক সাফল্যের মাঝে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি। জিএসবি কর্তৃক আবিষ্কৃত কয়লা ও পিট

বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ও গৃহস্থালি কাজে ব্যবহার হচ্ছে যা জ্বালানি সাশ্রয়ে ভূমিকা রাখছে।

সাম্প্রতিক অর্জন

২০১৫-১৬ অর্থবছরে নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার বিলাস বাড়ি ইউনিয়নের তাজপুর এলাকায় একটি খননকূপে ৬৭৪.৭৯ মিটার গভীরতা থেকে ৭০৪.৯৬ মিটার গভীরতা পর্যন্ত মোট ৩০ মিটার পুরুত্বের চুনাপাথর আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি বাংলাদেশে এ যাবৎ কালে আবিষ্কৃত সর্বাধিক পুরুত্বের চুনাপাথর। জ্বালানি উৎসের অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কম গভীরতায় কয়লা আবিষ্কারের লক্ষ্যে নওগাঁ জেলার ভগবানপুর এলাকায় একটি কূপ খননের কাজ বর্তমানে চলমান আছে। এছাড়া জিএসবি সাম্প্রতিককালে ৬২.২৩ কোটি টাকার ২টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ২টি রাজস্বখাতের উন্নয়ন কর্মসূচি সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া ও ৮৬৮৮ বর্গ কি.মি ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন, প্রায় ৪০০ মিলিয়ন টন ভেজা পিট কয়লা, চুনাপাথর ও চুম্বক ধর্মীয় লোহার আকরিকের উপস্থিতি, রং তৈরির পিগমেন্ট টিটানিয়াম অক্সাইড সমৃদ্ধ রুটাইল মণিকের উপস্থিতি, যমুনা নদীর চর এলাকায় ভারী রুটাইল মণিকের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ সাম্প্রতিক সময়ে জিএসবির উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি। এ সকল কাজের পাশাপাশি ভূমিধ্বস এর আগাম সংকেত প্রদানের জন্য ৪টি স্টেশনে যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে।

কারিগরি সহায়ক কার্যক্রম

হাইড্রোকার্বন ইউনিট তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতের উন্নয়ন ও এ সম্পর্কিত বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করে থাকে। বিশেষ করে হাইড্রোকার্বন ইউনিট চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় জ্বালানি নীতি হালনাগাদ ও যুগোপযোগীকরণ, খসড়া কয়লানীতি চূড়ান্তকরণ, গ্যাস চাহিদা, গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন, গ্যাস সেক্টরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, পিএসসি'র জেআরসি/জেএমসি'র সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ, উৎপাদন বণ্টন, বিভিন্ন চুক্তির তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ, পেট্রোলিয়াম শোধন এবং বিপণন ব্যবস্থাপনা, খনি এবং খনিজ সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নে হাইড্রোকার্বন ইউনিট সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করে আসছে। হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক Mini Data Bank-এ গ্যাস মজুদ, অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদ, গ্যাস উৎপাদন এবং গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার সংক্রান্ত ডাটা সংরক্ষণের পাশাপাশি ডাটাবেজ থেকে 'Gas Reserve and Production' শীর্ষক মাসিক প্রতিবেদন এবং 'Annual Gas Production and Consumption 'শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হচ্ছে।

বিস্ফোরক নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিস্ফোরক, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি বিপজ্জনক পদার্থের উৎপাদন, আমদানি, মজুদ, পরিবহন/সঞ্চালন ও ব্যবহারে জনজীবন ও জাতীয় সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত। বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল এর আওতায় দায়েরকৃত মামলায় আলামত পরীক্ষণ, মতামত প্রদান এবং স্বশস্ত্র বাহিনীকে বিশেষজ্ঞের সেবা প্রদান ও বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কাজের অংশ।

বিস্ফোরক

প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার, কূপ খনন ওয়ার্ক ওভার কাজ, সিসমিক সার্ভে কার্যের জন্য ব্যবহার্য 'বিস্ফোরক' নিরাপদে আমদানি, মজুদ ও পরিবহন কার্যে দেশীয় কোম্পানি ও আন্তর্জাতিক কোম্পানি সমূহকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পূর্বের মঞ্জুরিকৃত লাইসেন্স নবায়নসহ বিস্ফোরক আমদানির জন্য ৬টি, মজুদের জন্য ১১টি ও পরিবহনের জন্য ৭টি লাইসেন্স/পারমিট অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার, সিসমিক সার্ভে সম্পন্ন করণের জন্য জাতীয় গ্যাস কোম্পানি মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্প, বড় পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি ও আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলির বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প দ্রুত সমাপ্তির লক্ষ্যে ৫০ মেট্রিকটন বিস্ফোরক (পাওয়ারজেল), ৩৪,০০০ পিস ইলেকট্রিক ডেটোনেটর, ৩,৭৫১ পিস সিসমিক ডেটোনেটর, ৮৫০ পিস শেপড চার্জ ১০০ মিটার ডেটোনেটিং কর্ড, ৩,৫১৪.২৬ কেজি চার্জ, ২৬.৯৩ কেজি বুস্টার, ৩,০৫০ কেজি ইমালশন এক্সপ্লোসিভস আমদানির অনুমতি/লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

পেট্রোলিয়াম

বিদ্যুৎ উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্যাস নির্ভর পাওয়ার প্লান্টের পরিবর্তে ডিজেল/ফার্নেস অয়েল চালিত কুইকরেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট দ্রুততার সাথে সমাপ্তি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পেট্রোলিয়াম মজুদের জন্য ৪১৪টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। পেট্রোলিয়াম অয়েল ট্যাংকার এবং জাহাজ স্ক্র্যাপিং এর পূর্বে ৫,৩৯১ পেট্রোলিয়াম ট্যাংক পরীক্ষণপূর্বক পেট্রোলিয়াম গ্যাস মুক্ত সনদ প্রদান করা হয়েছে।

এলপিজি

প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরতা কমিয়ে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এলপিজি ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হচ্ছে বিধায় বিভিন্ন কোম্পানির অনুকূলে মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের অধীন ১৬,৫৬,২৩৫টি এলপিজি সিলিন্ডার আমদানির অনুমতি এবং এলপিজি সিলিন্ডার মজুদের জন্য ৩৮৭টি লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে।

গ্যাস পাইপলাইন

সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমের আওতায় গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্মিত সকল উচ্চচাপ গ্যাস পাইপ লাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য ৩৮টি পাইপ লাইনের অনুমোদন ও ৩৯টি গ্যাসপাইপ লাইনের নিশ্ছিদ্রতা যাচাই পরীক্ষান্তে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

মামলা নিষ্পত্তিকরণ

সন্ত্রাস নির্মূল করার লক্ষ্যে বিস্ফোরক দ্রব্য আইন ও দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের অধীন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ২৫৮টি ক্ষেত্রে আলামত (বোমা) পরীক্ষণপূর্বক বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান করা হয়েছে।

জ্বালানি খাতে রেগুলেটরি ও সমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম

এনার্জি খাতে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ, প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন ও বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি সর্বোপরি এ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও কার্যত ২০০৯ সালে এর কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হয়।

ট্যারিফ নির্ধারণ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা/কোম্পানির পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার, সঞ্চালন কোম্পানির সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ) এবং বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির খুচরা মূল্যহার নির্ধারণ করে। এছাড়া কমিশন গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানি এর সঞ্চালন মূল্যহার (মার্জিন), বিতরণ কোম্পানি এর বিতরণ মূল্যহার (মার্জিন) এবং ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ করে। বিইআরসি আইন, ২০০৩ অনুযায়ী কমিশন ভোক্তা পর্যায়ে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের মূল্য নির্ধারণের কাজ শুরু করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট রেগুলেশন প্রণয়ন করছে। কমিশন ভোক্তা, লাইসেন্সী ও সকল স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে গণশুনানির মাধ্যমে মূল্যহার নির্ধারণ করে। বিগত তিন বছরের প্রকৃত ব্যয় বিশ্লেষণ ও আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা করে ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়। সংস্থা/কোম্পানিসমূহের আর্থিক সক্ষমতা, ভোক্তার স্বার্থ, সরকার তথা জনগণের ভর্তুকি প্রদানের ক্ষমতা, জ্বালানি সেক্টরে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং সর্বোপরি এ সেক্টরে আর্থিক শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে কমিশন মূল্যহার সমন্বয় করে আসছে।

নিম্নবিত্ত আবাসিক গ্রাহকদের জন্য লাইফ-লাইন মূল্যহার প্রবর্তন

কমিশন সকল শ্রেণির ভোক্তার স্বার্থ এবং দরিদ্র ও নিম্নবিত্তের ওপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি না হওয়ার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর জন্য লাইফ-লাইন বিদ্যুৎ ব্যবহার ১-৫০ ইউনিট পর্যন্ত নির্ধারণ করেছে। সর্বশেষ ঘোষিত ট্যারিফে এ গ্রাহকদের মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। কমিশনের এ পদক্ষেপের ফলে গরীব ও নিম্নবিত্ত আবাসিক গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল অপরিবর্তিত রয়েছে।

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন

২০০৯ সালের ৩০ জুলাই জারিকৃত কমিশন আদেশের মাধ্যমে তেল ও গ্যাস উত্তোলন ও উৎপাদনের জন্য দেশীয় কোম্পানিসমূহের অনুকূলে অর্থায়নের জন্য অর্থসংস্থান করা এবং জরুরি প্রয়োজনে কূপ খনন করার জন্য গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হয়। উক্ত ফান্ডে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ৭,৬৯৫.৯৫ কোটি টাকা। এই তহবিল থেকে ২০১০-১১ হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৬,৭৪৬.৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৯টি প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়। ইতোমধ্যে প্রায় ১,৩৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এতে করে প্রায় ৭৬ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যোগ হয়েছে। এছাড়া প্রায় ২,৯৫৭.৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়াও এ তহবিলের অর্থায়নে প্রায় ২,৪৫০.২৮ কোটি টাকা ব্যয় ৫টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যেগুলো ২০১৭-১৮ অর্থবছর নাগাদ বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যোগ হবে।

বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড গঠন

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পাইকারি (বাল্ক) পর্যায়ে বিদ্যুৎ এর বিদ্যমান গড় মূল্যহারের ৫.১৭ শতাংশ পরিমাণ অর্থ দ্বারা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১১

তারিখে কার্যকর করে 'বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড' গঠন করেছে। উক্ত ফান্ডে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১,২৭০.৫০ কোটি টাকা এবং জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ৪,৬৩৯.৫৪কোটি টাকা। এ ফান্ডের অর্থায়নে বিউবো কর্তৃক বিবিয়ানায় ৪০০ মেগাওয়াট ([2]১০%) ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ২,৫০৮.৪৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল গঠন

গ্যাসের বর্তমান মজুদ দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় দেশের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা বিধানকল্পে গ্যাসের সম্পদ মূল্য বিবেচনায় গ্যাসের বর্ধিত মূল্যহার হতে ঘনমিটার প্রতি ১.০১ টাকা পরিমাণ অর্থ দ্বারা ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখ থেকে কার্যকর করে কমিশন আদেশের মাধ্যমে ভোক্তা স্বার্থে 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' গঠন করা হয়েছে। উক্ত তহবিলে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২,৪২৫.১৬ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে, যা তহবিলের রূপরেখা ও বিনিয়োগ নির্দেশাবলী অনুযায়ী জ্বালানি খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে।

বিদ্যুতের বাল্ক (পাইকারি) মূল্যহারে ক্রস-সাবসিডাইজেশন

কমিশন রেগুলেটরি সহায়তার মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি/পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পল্লী এলাকায় অবস্থিত বিতরণ কোম্পানি এবং পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহের অনগ্রসর ভৌগলিক অবস্থান, অধিক বিনিয়োগ ব্যয়, অসম গ্রাহক মিশ্রণ অর্থাৎ আবাসিক ও সেচ গ্রাহকের আধিক্য, গ্রাহকপ্রতি নিম্ন বিদ্যুৎ ব্যবহার, ইত্যাদি বিবেচনায় কমিশন পল্লী এলাকায় অবস্থিত বিতরণ কোম্পানি এবং পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহের বাল্ক মূল্যহার শহর এলাকায় অবস্থিত বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের বাল্ক মূল্যহারের তুলনায় কম ধার্য করে আসছে। তদুপরি কমিশন কর্তৃক প্রণীত পদ্ধতি মোতাবেক সচ্ছল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহের লাভের একটি নির্দিষ্ট অংশ অসচ্ছল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহের মধ্যে বণ্টনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এর ক্রস-সাবসিডি তহবিলে জমা দেয়ার বিধান করা হয়েছে। ২০০৮-০৯ থেকে এ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ৩০ জুলাই, ২০১৪ এ সংশোধিত পদ্ধতি মোতাবেক সচ্ছল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহের ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত বাৎসরিক নীট মার্জিনের ওপর ০ শতাংশ, পরবর্তী ৪০ কোটি টাকার ওপর ৮০ শতাংশ, পরবর্তী ৫০ কোটি টাকার ওপর ৮২.৫০ শতাংশ এবং অবশিষ্ট অর্থের ওপর ৮৫ শতাংশ হারে উক্ত ক্রস-সাবসিডি তহবিলে জমা দেয়া হচ্ছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত উক্ত তহবিলে সচ্ছল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহের নিকট থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ৩,০১৯.৪৩ কোটি টাকা, যার মধ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ৭৬৭.৮৫ কোটি টাকা। উক্ত অর্থ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি মোতাবেক বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ড কর্তৃক ৩৯টি অসচ্ছল সমিতির মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে।

লাইসেন্স প্রদান

কমিশন ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এনার্জি সেক্টর বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রদান করেছে। তার মধ্যে বিদ্যুৎ সেক্টরে ২৫২টি, গ্যাস সেক্টরে ২১৩টি এবং পেট্রোলিয়াম সেক্টরে ১৭৫টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে এনার্জি সেক্টরে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সালিসী কার্যক্রম

প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় বিনিয়োগকারী ও ভোক্তাদের কাংক্ষিত বিচার পাওয়া সময়সাপেক্ষ ও জটিল বিধায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) আইন, ২০০৩ এ লাইসেন্সধারীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সধারী ও ভোক্তার মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তির দায়িত্ব বিইআরসিকে প্রদান করা হয়েছে। লাইসেন্সধারীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সধারী ও ভোক্তাগণের মধ্যে কোন বিবাদ হলে তা নিষ্পত্তির জন্য বিবাদমান পক্ষগণকে কমিশনের কাছেই বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করতে হবে। ইতোমধ্যে উচ্চতর আদালত ও নিম্ন আদালতের (জেলা জজ) নির্দেশনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিবাদ কমিশনের কাছে নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। কমিশন বিইআরসি আইন, ২০০৩ ও Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settlement Regulations, 2014 অনুসরণ করে লাইসেন্সধারীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সধারী ও ভোক্তাগণের মধ্যে বেশকিছু বিবাদ নিষ্পত্তি করে আদেশ/রোয়েদাদ প্রদান করেছে।

কস্ট অব সার্ভিস ও রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট নিরূপণের ফরম্যাট প্রণয়ন

ট্যারিফ নির্ধারণের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও আরো নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের জন্য কস্ট অব সার্ভিস ও রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট এর ফরম্যাট প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ণ

এনার্জি সেক্টরে নিয়োজিত সকল বিতরণ কোম্পানি ও সংস্থাকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ণের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক একই ফরমেটে হিসাব বিবরণী তৈরির জন্য Uniform System of Accounts প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতের সকল ইউটিলিটির জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি এর কার্যক্রম ইউলিটি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পর্যায়ে রয়েছে। এতে এ সেক্টরের আর্থিক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।

ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ

এনার্জি সেক্টরে ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কমিশন নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। কমিশন কর্তৃক নিয়মিত আউটরিচ প্রোগ্রাম, উন্মুক্ত সভা ও গণশুনানীর মাধ্যমে স্বচ্ছ ও যৌক্তিক ট্যারিফ নির্ধারণ, গ্রাহক হয়রানি রোধ, ভৌতিক বিল প্রতিরোধ, প্রি-পেইড মিটার স্থাপন, মোবাইল বিলিং পদ্ধতি, অনলাইন গ্রাহক সেবা, বার্ষিক বিল পরিশোধ প্রত্যয়নপত্র চালুসহ নানা ধরনের রেগুলেটরি কার্যক্রমের ফলে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

এনার্জি ইফিসিয়েন্সি কার্যক্রম

দেশে চলমান বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, এনার্জি ইফিসিয়েন্ট যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ব্যবহার, সিম্পল সাইকেল প্লান্টকে কম্বাইন্ড সাইকেল প্লান্টে রূপান্তরকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক এনার্জি ইফিসিয়েন্সি বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসব উদ্যোগের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে বিপুল পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হবে। এছাড়াও কো-জেনারেশন এবং এনার্জি অডিটের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

এনার্জি অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম

এনার্জি অডিটের মাধ্যমে জ্বালানি ব্যবহারের সঠিক চিত্র সংগ্রহ, অপচয় রোধ এবং যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জমাদির মান নিরূপণ করার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং দক্ষ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জ্বালানি তথা গ্যাস ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব বলে কমিশন মনে করে। এ লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক এনার্জি অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।